তাড়া করে নাবালিকাকে অপহরণ যোগীরাজ্যে

মীরাট : কৌশাম্বীতে জামিন পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে ধর্ষিতাকে তাড়া করে খুন করেছিল ধর্ষক। সেই ঘটনার পর এক সপ্তাহও কাটেনি। ফের প্রশ্ন উঠল যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশে নারী সুরক্ষা নিয়ে। এবার রাতের অন্ধকারে এক নাবালিকা কিশোরীকে তাড়া করে অপহরণ করল তিন যুবক। মিরাটের গ্রামীণ রাস্তায় ১৪ বছরের কিশোরীকে অপহরণের দৃশ্য ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়।

বৃহস্পতিবার মাঝরাত থেকে মেয়েটি নিখোঁজ হওয়ার পর এখনও তার এখনও খোঁজ মেলেনি। সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করেছে গ্রামবাসীরা। তাদের নাম সিকান্দর, মোহিত ও নিক্কি। তাদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চলছে। মিরাট পুলিশ বলে, "এই অপহরণের ঘটনা প্রসঙ্গে লোহিয়া নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।" মেয়েটির পিছন পিছন তিনজন অপহরণকারীর দৌড়নোর একটি ভিডিও এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে মিরাট পুলিশকে ট্যাগ করেন এক যুবক। এরপরই অপহরণের ঘটনা জানাজানি হয়। অন্যদিকে মেয়েটির বাবা সকালে ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে যান। শেষে রাস্তার ধারের সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে শুরু করেন। তখনই গোটা ঘটনা দেখতে পান। অভিযুক্ত তিন যুবককে চিনতেও পেরেছেন মেয়েটির পরিজন ও প্রতিবেশীরা।

অপহরণকারীদের নাম জানার পরেই মীরাট পুলিশ অভিযুক্তদের নামে মামলা দায়ের করেছে। অপহৃতাকে দ্রুত উদ্ধার করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে তারা। দিনকয়েক আগেই ধর্ষণের মামলা না তোলায় উত্তরপ্রদেশে ২০ বছরের তরুণীকে কুপিয়ে খুন করেছিল অভিযুক্ত ও তার ভাই। ক্রমেই রাজ্যে নারী-নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে চলেছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে।

মুম্বইয়ে দশ বছরে ১৩০% ধর্ষণ বেড়েছে

মুম্বই : গত দশ বছরে মুম্বইয়ে ধর্ষণের সংখ্যা ১৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সালে ৩৯১টি ধর্ষণ সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছিল বাণিজ্য নগরীতে। সেখানে ২০২২ সালে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০১টি। অন্যদিকে, শ্লীলতাহানির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৫ শতংশ। ২০১৩-তে যে সংখ্যাটি ছিল ১১৩৭। ২০২২-এ তা বেড়ে হয়েছে ২৩২৯টি। সম্প্রতি মুম্বইয়ের 'প্রজা ফাউন্ডেশন' এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২২ সালে ধর্ষণ সংক্রান্ত যতগুলো অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তার ৬৩ শতাংশ নাবালিকা সংক্রান্ত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় নথিভুক্ত অভিযোগের মধ্যে ৭৩ শতাংশই নিষ্পত্তি হয়নি।

সংস্থার রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মুম্বইয়ে বেড়েছে সাইবার অপরাধের সংখ্যাও। শতকরা হিসাবে যা ২৪৩ শতাংশ। '১৮ -তে যে সংখ্যাটি ছিল ১৩৭৫, চার বছর বাদে সেই সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ৪৭২৩। কিন্তু, এত অভিযোগের মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশ অভিযোগের সমাধান করতে পেয়েছে মুম্বই পুলিশ। এই চার বছরে ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫৭ শতাংশ। সংখ্যার হিসাবে ৪৬১ থেকে বেড়ে ৩৪৯০।

প্রজা ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত রিপোর্ট ফের একবার এক বিজেপি শাসিত রাজ্যের আসল চেহারা সামনে এনে দিল। যে দশ বছরের রিপোর্টি প্রকাশিত হয়েছে, তার একটা বড় সময় মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় ছিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

আজ যেমন

মেষ	হঠকারিতা
বৃষ	যোগাযোগ
মিথুন	আনন্দ
কর্কট	উৎকর্ষ
সিংহ	অল্প বাধা
কন্যা	উত্তেজনা
তুলা	গৃহবিবাদ
বৃশ্চিক	ন্যয়প্রাপ্তি
ধনু	ক্লান্তি
মকর	গতানুগতিক
কুম্ভ	প্রেমে বাধা
মীন	চক্ষুসমস্যা

শ্রী অভিষেক ব্যানার্জ্জী

ভাগ্য নির্ধারণ হবে গেহলট, বসুন্ধরা, শচীন, রাঠোরদের

মরুরাজ্যের ১৯৯ আসনে আজ ভোট, সব পক্ষের নজর ছোট দলে

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: আজ, শনিবার রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচন। কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ভোটগ্রহণের সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে। ২০০ আসনের মধ্যে ১৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে এক দফাতেই। ৩ ডিসেম্বর ফল প্রকাশ। ওইদিন একই সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মিজোরাম ও তেলেঙ্গানার বিধানসভা নির্বাচনেরও ফল ঘোষণা হবে। করণপুর আসনের কংগ্রেস প্রার্থী গুরমিত সিং কুনুরের মৃত্যুর কারণে এই আসনে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়েছে। অন্যদিকে, রাহুল গান্ধীকে নির্বাচন কমিশনের নোটিস নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পুত্র প্রিয়াঙ্ক খাড়গে তোপ দেগে বলেন, রাহুল কারও নাম মুখে আনেননি। তারপরও তাঁকে নোটিস পাঠান হল কেন বলে প্রশ্ন তোলেন।

চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। শুক্রবার আজমেঢ়ে। —পিটিআই

আজ মরুরাজ্যে ভোটগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ হবে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, শচীন পাইলট, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, প্রাক্তন অলিম্পিয়ান ও সাংসদ রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের মতো হেভিওয়েটদের। মরুরাজ্য দখলে ভোট ঘোষণার পর থেকেই প্রচারে ঝাঁপান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা ও রাজনাথ সিংরা। অন্যদিকে, হাত শিবিরের দুই নেতা মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও শচীন পাইলটের দ্বৈরথ সকলেরই জানা। তাই ক্ষমতা ধরে রাখতে গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে দুই শিবিরকে একমঞ্চে এনে প্রচারে ঝড় তোলেন রাহুল ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা। এদিকে, ভোটগ্রণের ঠিক আগের দিন বিজেপির বিরুদ্ধে বোমা ফাটান কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির শীর্ষনেতা তাঁকে জানান, বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত জিতলে তা প্রচারে নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিল। হোর্ডিংয়ে ইন্ডিয়া টিমের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ছবি দিয়ে গোটা রাজ্য মুড়ে দেওয়া হত। সেই হোর্ডিংয়ের ছবিও বিজেপি নেতা মোবাইল ফোনে তাঁকে দেখান বলে দাবি করেন এই কংগ্রেসনেত্রী।

পাঁচ রাজ্যের মধ্যে রাজস্থানের ভোটের দিকেই সারা দেশের রাজনৈতিক মহলের বিশেষ নজর রয়েছে। এই রাজ্যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদল হওয়ার রীতি রয়েছে। তবে অশোক গেহলটের নেতৃত্বকে সামনে রেখে মরুরাজ্যে আরও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় টিকে যেতে মরিয়া কংগ্রেস। অন্যদিকে, গেহলট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ায় ভর করে বিজেপিও ক্ষমতা দখলের দৌড়ে কোনও চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। তবে দুই শিবিরকেই বড় চিন্তায় রেখেছে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভোটের আগমুহূর্ত পর্যন্ত দুই শিবিরেই নেতাদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ্যে এসে পড়ছে।

রাজস্থান ভোটে এবার দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। একদিকে কংগ্রেস, বিপরীতে বিজেপি। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে, উভয় দলই ছোট দলগুলির প্রার্থীদের নজরে রেখেছে। হয় তাদের বড় দলে যোগ দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে, অথবা যে কোনও বড় দলের প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। যেমন, প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর পাপ্পু কুরেশি এবং উমর দারাজ কংগ্রেস ছেড়ে আম আদমি পার্টি (আপ)-তে যোগ দিয়ে জয়পুরের হাওয়া মহল এবং আদর্শ নগর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। তবে সম্প্রদায়ের নেতাদের বারবার চাপ এবং মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের তরফে কিছু 'প্রতিশ্রুতি'-তে ভোটের সপ্তাহখানেক আগে ফের তাঁরা কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। অন্যদিকে, আদর্শ নগরে বহুজন সমাজ পার্টির (বসপা) প্রার্থী হাসান রাজাও কংগ্রেসের প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যহার করেছেন। ফলে এই সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করে ফেলেছেন দেশের প্রাচীনতম দলের প্রার্থী।

নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে পিছিয়ে নেই বিজেপিও। বিদ্যাধর নগরে স্থানীয় পরিবর্তন পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রার্থী রাজপাল শেখাওয়াত ভোটের মুখে লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। সূত্রের খবর, সেখানে বিজেপির প্রার্থী 'রানি' দিয়া কুমারীকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য গেরুয়া শিবিরের তরফে শেখাওয়াতের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। জয়পুরের হাওয়া মহল আসনে বসপা-র তরুণ পরাশর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য তার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন। সেখানে বালমুকুন্দাচার্য, কংগ্রেসের আর আর তিওয়ারির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পাশাপাশি, বসপা-র সিভিল লাইনসের প্রার্থী অরুণ চতুর্বেদী কংগ্রেসের বর্তমান ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রতাপ সিং খাচারিয়াওয়াসকে সমর্থন জানিয়ে নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন। নিম কা থানার উদয়পুরওয়াতি কেন্দ্রে বসপা প্রার্থী সন্দীপ সাইনি কংগ্রেসের ভগবান রাম সাইনিকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আলওয়ারের তিজারায় বসপার হেমকরণ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন।

মহুয়ার অ্যাকাউন্টে লগ ইন নিউ জার্সি-বেঙ্গালুরু থেকেও, দাবি

ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রকের রিপোর্ট

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সংসদের লগইন আইডি শুধুমাত্র দুবাই থেকে নয়। নিউ জার্সি ও বেঙ্গালুরু থেকেও ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই সময় মহুয়া ছিলেন কলকাতা ও তারপর উপস্থিত ছিলেন দিল্লিতে। এই খবর জানা গিয়েছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রক সূত্রে। বিজেপি কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের সদস্যপদ খারিজ করতে সবরকমের কৌশল নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারই তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের সাংসদের পাশে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছিলেন, মহুয়াকে সংসদ থেকে তাড়ানোর প্ল্যান কষছে বিজেপি। এদিনের তথ্য সেই অভিযোগই আরও জোরদার করল।

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের অভিযোগের ভিত্তিতে মহুয়ার বিরুদ্ধে সংসদে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডে তদন্ত শুরু করে এথিক্স কমিটি। তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় মহুয়াকে। তারপরে তাঁকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করার দাবিতে সিলমোহরও পড়ে। ৯ নভেম্বর এথিক্স কমিটির ছয় সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। মহুয়াকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে ভোট দেন চার বিরোধী সাংসদ। এথিক্স কমিটির ৫০০ পাতার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মহুয়া মৈত্র যে কাজ করেছেন তা 'অনৈতিক ও আপত্তিকর'। কমিটি স্পিকারের কাছে সুপারিশ পাঠায়, মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ করা হোক। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনই তা উত্থাপিত হতে পারে লোকসভায়। সংখ্যাধিক্যের জোরে ওই প্রস্তাব পাসও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা লোকসভায়। অর্থাৎ, মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

কয়েক দিন আগে মহুয়া দাবি করেছিলেন যে, তিনি দর্শন হিরানন্দানির দুবাইয়ের অফিসটি শুধুমাত্র ব্যবহার করেছিলেন সচিবালয়ের পরিষেবার জন্যই। মহুয়া জানান, "হিরানন্দানির কাছে আমার সাংসদ লগইন আইডি আছে। তবে লগইনের এমন কোনও নিয়ম নেই যে, অন্য কাউকে তা দেওয়া যাবে না। কোনও সাংসদই নিজে সব প্রশ্ন করেন না। তাঁদের বৃহত্তর দলের কাছে থাকে এই আইডি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি বিদেশিকে আমার লগইন আইডি দিয়েছি। হিরানন্দানি আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি ভারতীয়, তাঁর পাসপোর্টও ভারতের। আমি নিজে সুইজারল্যান্ডে থাকাকালীন লগইন করেছি। অন্যদিকে, আমার দিদির সন্তান লগইন করেছে কেমব্রিজ থেকে। সেখানে আমার হয়ে সে টাইপ করে দিয়েছে প্রশ্ন। এমআইসি-র পোর্টাল এতই সুরক্ষিত থাকলে অন্য আইপি অ্যাড্রেস থেকে লগইন করার ক্ষেত্রে উচিত ছিল তা ব্লক করে দেওয়া। আমাকে দিয়ে প্রশ্ন করানোর কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না হিরানন্দানির। ওই সব প্রশ্ন তথ্য জানার অধিকার আইনের সাহায্যেই করানো যেতে পারত। আর প্রশ্ন পোস্ট করার সময় সব সময় আমার ফোনে ওটিপি আসে। অন্য কারও কাছে লগইন আইডি থাকলেও শেষ পর্যন্ত আমি ওটিপি দিলেই সেই প্রশ্ন পোস্ট হয়। সবকিছু দেখে আমি নিজেই প্রশ্ন পোস্ট করি।"

কেন্দ্র-দিল্লিকে আলোচনার পরামর্শ শীর্ষ কোর্টের

মুখ্যসচিব বিতর্ক

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : মুখ্যসচিব নিয়োগ বিতর্ক মেটাতে দিল্লি ও কেন্দ্র সরকারকে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ দুই সরকারকে বলে, একসঙ্গে বসে আলোচনার পর মুখ্যসচিব পদে নিযুক্ত হতে পারেন, কেন্দ্র এমন তিন জনের একটি তালিকা দিল্লি সরকারকে দিক। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ও উপরাজ্যপাল মিলে বসে ঠিক করুন কাকে মুখ্যসচিব করা যেতে পারে। মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি। তার আগে দুই সরকারকে কথা বলে সিদ্ধান্তে আসার নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত।

সম্প্রতি দিল্লির মুখ্যসচিব নরেশ কুমারের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। কেজরিওয়াল সরকারের আবার দাবি, নতুন মুখ্যসচিব চাই। নরেশ কুমারের বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টি নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকার হাসপাতাল কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনেছে। এর আগে দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে নরেশের বিরুদ্ধে ৮৫০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনেছিল কেজরি সরকার। গত সপ্তাহে ভিজিল্যান্সের এই দুই কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত রিপোর্ট উপরাজ্যপাল বিনোদ কুমার সাক্সেনার কাছে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। এই কেলেঙ্কারিগুলির কথা সামনে এনে নরেশের অপসারণের দাবি তুলেছে দিল্লি সরকার। শুনানিতে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতাকে আদালত সমাধান দেওয়ার উল্লেখ করে, কেন্দ্রকে তিনজনের নামের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেয়। উপরাজ্যপালের তরফে আইনজীবী হরিশ সালভে এই সময় আবেদন করেন, তিনজনের সেই তালিকা যাতে প্রকাশ্যে না আনা হয়।

গোমাংস পরিবহণে নেই নিষেধ : কোর্ট

লখনউ : রাজ্যের অভ্যন্তরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা উত্তরপ্রদেশ থেকে গোমাংস পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনও রকম নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে, বাইরের কোনও রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশে গোমাংস আনার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। হাই কোর্টের বিচারপতি পঙ্কজ ভাটিয়া তাঁর লিখিত নির্দেশে বলেছেন, রাজ্যের বাইরে থেকে গরু, ষাঁড়, মোষের মাংস রপ্তানির ক্ষেত্রে এই কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। কিন্তু, রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গোমাংস পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনও রকম নিষেধাজ্ঞা নেই।

প্রসঙ্গত, বিজেপি শাসিত যোগী রাজ্য উত্তরপ্রদেশে গোমাংস বিক্রি বা নিয়ে যাওয়ার 'অপরাধে' আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বারবার সামনে এসেছে। যে ঘটনায় বারবার বিতর্কের মুখে পড়েছে বিজেপি সরকার। এবার আদালতেও ধাক্কা খেল যোগী প্রশাসন।

দৌড়ে কান্তারা, সানা

পানাজি : আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৫৪তম সংস্করণে (আইএফএফআই) মোট ১৫টি নির্বাচিত সিনেমা মর্যাদাপূর্ণ 'গোল্ডেন পিকক' (সোনালি ময়ূর) পুরস্কারের জন্য লড়বে। যার মধ্যে ১২টি বিদেশি এবং তিনটি ভারতীয় ছবি। চলচ্চিত্র নির্মাণে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ গোল্ডেন পিকক পুরস্কারটি বিশ্বের সম্মানিত চলচ্চিত্র সম্মানগুলির মধ্যে একটি। দৌড়ে রয়েছে ভারতীয় ছবি 'কান্তারা', 'সানা' এবং 'মীরবীন'। এবারের উৎসবের জুরি বোর্ডের চেয়ারপার্সন নামী পরিচালক শেখর কাপুর। বিদেশি ছবিগুলির মধ্যে পোলিশ-সুইডিশ ছবি 'উওম্যান অফ', ইজরায়েলের 'দ্য আদার উইডো', ইতালির 'লুবো', রাশিয়ার 'হফম্যান'স ফেয়ারি টেল' ইত্যাদি।

রাজ্যপালকে 'আর্জি' আপের

আটক বিল নিয়ে পাঞ্জাবে সরকার-রাজভবন দ্বন্দ্ব চরমে

চণ্ডীগড়: পাঞ্জাবের রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিতকে ১৯ এবং ২০ জুন অনুষ্ঠিত 'সাংবিধানিকভাবে বৈধ' অধিবেশন চলাকালীন রাজ্য বিধানসভায় পাস করা বিলগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে যে রাজ্যপালের ক্ষমতা 'আইন প্রণয়নের স্বাভাবিক গতিপথকে ব্যর্থ করতে' ব্যবহার করা যাবে না।

গত ১০ নভেম্বর পাঞ্জাবের আপ সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছিল, রাজ্যপাল বিধানসভায় পাস করা চারটি বিলে তাঁর সম্মতি দিচ্ছেন না। তাছাড়া, পঞ্জাব সরকার একটি বিচারিক ঘোষণাও চেয়েছিল যে, ১৯ এবং ২০ জুন অনুষ্ঠিত বিধানসভা অধিবেশন 'আইনি এবং বিধানসভায় হওয়া কাজ বৈধ'। এদিন আদালত সেই মামলারই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এর পরেই শুক্রবার বিলম্বিত বিলগুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজ্যপালকে ফের অনুরোধ পাঠানো হয়েছে পাঞ্জাব সরকারের তরফে।

বৃহস্পতিবার রায়ের পরেই আপ সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, রায়ের পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি হাতে পাওয়ার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল-সংক্রান্ত মামলার রায়ের প্রতিলিপিটি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকেও দেখে নিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। গত মঙ্গলবার একই বিষয়ের উপর শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছে কেরল সরকার। সেটি শুনানির জন্য শুক্রবার তালিকাভুক্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

> বৃহস্পতিবার রায়ের পরেই আপ সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, রায়ের পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি হাতে পাওয়ার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল-সংক্রান্ত মামলার রায়ের প্রতিলিপিটি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকেও দেখে নিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ এদিন ২৭ পাতার রায়ে ১৯ এবং ২০ জুন অনুষ্ঠিত বিধানসভা অধিবেশনকে বৈধ বলে জানিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'আমরা মনে করি যে ১৯ জুন ২০২৩, ২০ জুন ২০২৩ এবং ২০ অক্টোবর ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত বিধানসভার অধিবেশনের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ করার কোনও বৈধ সাংবিধানিক ভিত্তি নেই।' রায়ে আরও বলা হয়েছে, 'রাজ্যের একজন অনির্বাচিত প্রধান হিসাবে রাজ্যপালকে কিছু সাংবিধানিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

তবে, এই ক্ষমতা রাজ্যের আইনসভার আইন প্রণয়নের স্বাভাবিক গতিপথকে ব্যাহত করতে ব্যবহার করা যাবে না।' শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, বিধানসভার অধিবেশনের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা রাজ্যপালের জন্য উন্মুক্ত একটি সাংবিধানিক বিকল্প নয়। বিধানসভা যথাযথভাবে নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে গঠিত এবং স্পিকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়। এর পরেই শীর্ষ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, "অতএব, আমরা মনে করি যে পঞ্জাবের রাজ্যপালকে এখন সম্মতির জন্য জমা দেওয়া বিলগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রায়ে আরও বলা হয়েছে, "গণতন্ত্রের একটি সংসদীয় কাঠামোয়, প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত থাকে। রাজ্যে এবং কেন্দ্রে সরকারগুলি রাজ্য আইনসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত।" বেঞ্চ বলেছে যে রাজ্যপাল যদি কোনও বিলের সম্মতি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তাঁকে পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি আইনসভায় ফেরত পাঠাতে হবে।

'বিদেশি রিপোর্ট ধ্রুব সত্য বলে কেন ধরে নেওয়া হবে'

আদানি-শেয়ারে কারচুপি, রায় সংরক্ষিত সুপ্রিম কোর্টে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : শেয়ার বিশ্লেষক মার্কিন গোষ্ঠী হিন্ডেনবার্গ রিসার্চে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে কারচুপি সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় রায়দান সংরক্ষিত করল সুপ্রিম কোর্ট।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শুনানি চলে। এক গুরুত্বপূর্ণ মৌখিক পর্যবেক্ষণে এদিন আদালত বলে, শেয়ার বাজারে কারচুপি সংক্রান্ত নানা দিক গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখার কাজ সেবির। একই সঙ্গে গত মার্চে এই বিষয়ে সত্যতা খুঁজে বের করতে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির পক্ষপাতিত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়, আদালত মনে করে না, এই কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। আগামী সোমবারের মধ্যে এই বিষয়ে সব পক্ষকে লিখিত বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের গোড়ায় হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকে দেশজুড়ে শুরু হয় চাঞ্চল্য। মার্কিন সংস্থার রিপোর্টে দাবি করা হয়, দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিজেদের বিভিন্ন নথিভুক্ত শেয়ারের মূল্যে কারচুপি করেছে আদানিরা। বিদেশে আদানি পরিবারের মালিকানাধীন বিভিন্ন ভুয়া সংস্থার মাধ্যমে ঘুরপথে অর্থ লগ্নি করা হয়েছে তাদের নথিভুক্ত সংস্থায়। এমনিতেই আদানিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে গত কয়েক বছরে তাঁকে ও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছে বিরোধীরা। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর যা আরও তীব্র হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই আগাগোড়া এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে আদানিরা। পরবর্তীতে এই কারচুপি নিয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। এদিন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। সেখানে সেবি-র তরফে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি আদালতে বলেন, "বিভিন্ন বিদেশি রিপোর্ট ও প্রতিবেদনকে হাতিয়ার করে ভারতীয় নীতিকে প্রভাবিত করার এক নতুন প্রবণতা শুরু হয়েছে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে হলে আমাদের সংস্থাগুলি কী করবে?" উল্লেখ্য, মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ আবেদন করেছিলেন, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে শেয়ার কারচুপির অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত হোক আদালতের নজরদারিতে। এমনকী আদালতের তৈরি করে দেওয়া বিশেষজ্ঞ কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

Recruitment Notification

Online Application for filling up one "Cashier"(UR) post at DPSC Bankura (Govt. of WB) will be available from 28/11/2023 to 07/12/2023 at https://dpscbankura.org, Please check the said website for further details.

Sd/-
Chairperson,
DPSC Bankura

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL
161A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata – 700 026
West Bengal Civil Service (Exe.) etc. (Preliminary) Examination, 2023
[Advertisement No. 01/2023]

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

It is notified that the above mentioned examination will be held at different venues in Kolkata and outlying centres on the **16th December, 2023 (Saturday)** from 12:00 Noon to 2:30 P.M.

Admit cards of the candidates will have to be downloaded from the Commission's website : https://wbpsc.gov.in from the **1st December, 2023.**

For details and latest updates please visit Commission's website: **https://wbpsc.gov.in**

THE DURGAPUR PROJECTS LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
CIN No. U40102WB1961SGC025250

NOTICE REGARDING MONTHLY FUEL COST ADJUSTMENT (MFCA)

Notification No. COM/MFCA, Notification/32 Date: 22.11.2023

In accordance with West Bengal Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2011 as amended, Monthly Fuel Cost Adjustment of DPL for October' 2023, works out as follows :
Unit no.: 7 – 164 Paisa/Kwh.
Unit no.: 8 – 170 Paisa/Kwh.
Recovery of MFCA will accordingly be effected for the month of October, 2023 from the purchasers of electricity of DPL under the purview of Hon'ble West Bengal Electricity Regulatory Commission. Annual reconciliation of MFCA will be carried out in accordance with the provisions of the regulations.

GM (Commercial)
COMMERCIAL DEPARTMENT

ICA-N610(3)/2023

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উদ্‌যাপন
২৫ নভেম্বর ২০২৩, সন্ধ্যা ৬টা
আকাদেমি সভাঘর
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা
গৌতম চৌধুরী
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাপাঠ
নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় অর্ণ